প্রহসন

১. সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :

(i) 'A farce, is then, a form of comic comedy, stuffed with low-humour and extravagent wit.'

[Encyclopidea Britanica]

(ii) 'Farce may be defined as exaggerated comedy, its problem is unlikely and absurd, its manners entirely laughable.'

[Greek Comedy : Norwood]

বাংলা প্রহসনের ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে গেছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। 'বৌমা' (১৮৯৭) প্রহসনটির শেষে একটি গীতে তিনি লিখছেন :

"শুধু একটুখানি তামাসা
সং সাজায়ে রং বাজারে
পাঁচজনেরে নিয়ে আসা....
হাসির কথা উড়িও হেসে
বুঝবো কেমন মেজাজ খাসা।"

প্রহসনের মধ্যে Satire থাকলেও তা Humour-এর সামিল এবং লঘু হওয়া উচিত। অন্তত অমৃতলাল তেমনই বিবেচনা করেছেন। 'সং সাজা'-র উল্লেখে 'exaggeretion' (Norwood) বা মাত্রাতিরিক্ততার দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। নিজের দৃষ্টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিলে প্রহসনের ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। 'মেজাজ' এবং 'খাসা' শব্দে 'প্রসন্ন দৃষ্টি'র কথাই বলা হয়েছে।

আধুনিক বাংলা প্রহসন অনেকটাই পাশ্চাত্য সংস্কারে নিয়ন্ত্রিত। কমেডির গুরুত্ব অথবা লঘুত্ব, জটিলতা কিম্বা সরলতার নিরিখে অনেকসময় প্রহসনের বিচার করা হয়ে থাকে Humourous শব্দটির পরিবর্তে light (লঘু) শব্দটি প্রয়োগ করে প্রহসনের স্বরূপকে লঘু কমেডির সঙ্গে' অনেকটাই জড়িয়ে দেখা যায়।

আদিরসাত্মক কিম্বা অঙ্গভঙ্গীযুক্তপ্রহসন আধুনিক সংস্কারে অপাংক্তেয়। আধুনিক বাংলা প্রহসন নাটকের মতোই সংবদ্ধ। কল্পনা অনেকটাই বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে এগোয়।

২. বাংলা সাহিত্যের দু-জন প্রহসন রচয়িতা :

অমৃতলাল বসু বাংলা প্রহসনে যেন নবদিগন্তের উন্মোচন করেন। 'তিলতর্পণ' (১৮৮১) সমসাময়িক কালের নাট্যকার ও অভিনেতৃ সমাজকে লক্ষ্য করে রচিত। কারণ 'উৎসর্গপত্র'-এ লেখক বলেছেন 'বঙ্গীয় নট, নটী, নাট্যকারনিকর করস্থলপদ্মে এই কয়েক পৃষ্ঠা অনেক আশায় উপহার প্রদত্ত হইল'—গ্রন্থকারস্য।

Scanned with CamScanner

'বাবু' (১৮৯৪) প্রহসনে ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল, ফটিকচাঁদ চক্রবর্তী, গ্রামের মোড়ল ভজহরি সব চরিত্রগুলিই সুচিত্রিত। নব্যসংস্কৃতির বাহকদের সামগ্রিক পরিচয়ের ইঙ্গিত রয়েছে নামকরণে। ভন্ড সমাজহিতৈষী এবং ধর্মনেতাকে চিত্রিত করা হলেও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে কটাক্ষই এখানে প্রধান।

নব্যসংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছেন অমৃতলাল। স্ত্রী-পুরুষ একত্র উপাসনায় মনে কুভাব যাতে না জাগে, এজন্য 'ভগ্নী' সম্বোধনে যে রুচিবিকৃতির ইঙ্গিত, অবাস্তবতা আছে তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইলেন তিনি। 'রাজাবাহাদুর' প্রহসনে এমন একটি ব্যঙ্গচিত্র আছে—

'কালাচাঁদ। ভগিনী, সহধর্মিনী, হৃদয়রঞ্জিনী, কালিন্দী-কল্লোলিনী।

কালিন্দী। ভ্রাতঃ, প্রেম দাও, প্রেম দাও।

কালাচাঁদ। ভগিনী, আঁচল পাত, আঁচল পাত।'

স্ত্রীকে 'ভগ্নি' সম্বোধন করা দেখে গাণিক্যধন বিস্ময় প্রকাশ করে বলে—'আপন বুহিনেরে বিয়া কর্‌ছেন?' 'গ্রাম্যবিভ্রাট' প্রহসনে রক্ষণশীলতার ছাপ থাকলেও ব্যক্তিগত আক্রমণের তীব্রতা অনেক কম।

মলিয়েরের 'স্কুল অব্ ওয়াইভস্' অবলম্বনে অমৃতলাল 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনটি রচনা করেন। এখানে মোহন্তদের ব্যভিচারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আবার পাশাপাশি 'সম্মতি সঙ্কট', প্রহসনে বাল্যবিবাহ বিরোধী সংস্কারকদের তির্যকভাবে নিন্দা করা হয়। রঙ্গিনী তার গানে বলেছে 'দেশ হবে ছারখার/পতি গতি ব্যভিচার।' লাম্পট্য ও অর্থলোভের বিরুদ্ধে লেখকের দৃষ্টিকোণ এখানে উন্মোচিত। আবার পণপ্রথার বিপক্ষে তাঁর কলম এখানে শাণিত। অর্থগৃধ্নুতাকে বিদ্রূপ করে অমৃতলাল বলেছেন :

'ছি ছি বঙ্গবাসিগণ, ঘৃণায় কি পোড়ে না মন,
পাঁঠাপাঁঠির মতন ক'রে কি
বেটাবেটি বেচতে হয়?'

দাম্পত্য সমস্যাও বিশেষভাবে জায়গা করে নেয় তাঁর প্রহসনে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ডিসমিস' প্রহসনে দাম্পত্য কলহের মাধ্যমে স্ত্রী স্বাধীনতাকে সমর্থন জানিয়েছেন অমৃতলাল। স্ত্রী প্রমদার চালচলন কৃষ্ণনাথবাবুর ভালো লাগে না। প্রমদা চঞ্চল। টপ্পা গায়। তার সবকথাতেই রহস্য। এমনি করে সন্দেহ জন্মায়। পরে তার অবসানই আলোচ্য। স্বামীর সন্দেহভঞ্জনের পর খেসারত হিসাবে প্রমদাকে হীরের নেকলেস গড়িয়ে দেবেন বলে কথা দেন।

১৮৯১-এ 'রাজা বাহাদুর' নাটকে বিত্তবান, গ্রাম্য, সংস্কৃতিশূন্য ব্যক্তির নাগরিক জীবন ও বিলাসিতার প্রতি তীব্র আসক্তি বর্ণিত। রাধাবিনোদ হালদার তাঁর 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' প্রহসনে অমৃতলালকে অনুসরণ করেছেন। 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসনে পণের লোভে পাশ দেওয়াবার কুফল প্রদর্শনের মূলে রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণের পরিচয় আছে, এখানে লেখকের দৃষ্টিকোণ মূলত আর্থিক।

Scanned with CamScanner

'একাকার' নাটকে অমৃতলালের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় আছে। নব্য অর্থনীতির প্রভাবে সংগঠিত বৃত্তিবিপর্যয়কে কেন্দ্র করে নাটকটি লেখা। জাতিভেদ প্রথার উপর লেখকের আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষিত রাধানাথের মুখে জাতিভেদ প্রথার পক্ষে দীর্ঘ যুক্তি টেনেছেন তিনি : 'কাজ ভাগাভাগি করে নিতেই হবে। শরীর খাটাতেই হবে, তবে আজ বা ভট্টাচার্য মহাশয়ের হাতে লাঙ্গল দিয়ে তুমি ঘণ্টা নাড়ো, আবার তোমার ছেলে কাল জুতো সেলাই কত্তে বসুক।' এই জাতিভেদেই সাম্য। এটি বেশ মনে রেখ, মেয়েদের গোঁফ বেরুলেই আর পুরুষেরা ঘোমটা দিলেই সাম্য হয় না।'

'বৌমা' প্রহসনটিও অমৃতলালের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক। স্ত্রীশিক্ষা পুরুষের সাংস্কৃতিক পরাজয় সম্ভাবিত করে—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে পুরুষের স্ত্রীসর্বস্বতার কথাটি বলতেও লেখক বিস্মৃত হন নি। একজন পুরুষ বলেছেন, এই শিক্ষার ফলে তারা 'ঘাড়ে ধরে দিচ্ছে উল্টোচাপ', 'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা' (১৮৯৩) প্রহসনে রক্ষণশীল লেখক সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে অবশ্য যথার্থ মতপ্রকাশ করেই তিনি বলেন :

'মিছে শাস্ত্র ধর্মাধর্ম, বাণিজ্য আর শিল্পকর্ম,
শর্মাদের মর্মকথা নামটি জাহির ভাই।'

'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' মধুসূদনের দুটি উল্লেখযোগ্য প্রহসন। সমাজের দুষ্ট ব্রণগুলিকে তিনি এখানে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বুড়ো শালিক ভক্তপ্রসাদ হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী। অথচ মুসলমানি স্ত্রীগমনে তাঁর তীব্র আসক্তি। মুসলমানের ছোঁয়া খেতে দারুণ অশান্তি। এহেন ভক্তপ্রসাদ কুটনীর সাহায্যে, হানিফের স্ত্রী ফতেমাকে সম্ভোগের আশায়, অভিসারে গিয়েছিলেন শিবমন্দিরে।

সেই নির্জন ভগ্নমন্দিরে নাটকীয় মুহূর্তে হানিফ তার দলবল নিয়ে হাজির হয়। রীতিমতো প্রহার, মুষ্ঠ্যাঘাত, চপেটাঘাত করতে থাকে ভক্তপ্রসাদকে। হানিফকে দুইশত টাকা খেসারত দিয়ে তার প্যাঁচ-পয়জার দুই-ই হ'ল। ভক্ত তার শেষ সংলাপে নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করলেন, এমন দুর্মতি যেন কখনো আর তাঁর না ঘটে।

মধুসূদনের প্রহসনগুলিতেই প্রথম শ্রেণীসংগ্রামের একটা বীজ রোপিত হয়েছে। তাঁর রক্তে ছিলো বিদ্রোহের আগুন এবং সংস্কারের সংকল্প। ১৮৬০ সালে লেখা এই নাটকেই সর্বপ্রথম সর্বহারার মুষ্ঠ্যাঘাতে সর্বগ্রাসী জমিদার ঘায়েল হলেন। এও এক দুঃসাহস বৈ কি! প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, দীনবন্ধু মিত্র-র 'নীলদর্পণ'-ও ঐ একই বছরে প্রকাশিত।

এই প্রহসন রচনায় মধুসূদন দুটি বিষয় প্রবর্তন করেছেন। একটির কথা আগেই বলেছি। আর এছাড়া গ্রামের অশিক্ষিত প্রজাদের মুখে প্রচলিত গ্রাম্য ভাষা দিয়ে তিনি চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এরপর থেকে বেশ কিছুকাল বাংলা নাটক থেকে ব্রাত্য মানুষের জীবনকথা অন্তর্হিত হয়েছিল। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রাই ছিল গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের উপজীব্য।

Scanned with CamScanner

৩. একটি সার্থক প্রহসন : একেই কি বলে সভ্যতা

নব্যবাঙলার যুবকদের মদ্যপানাসক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উচ্ছৃঙ্খলতা 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে প্রথম রূপায়িত। নববাবু ইয়ার বন্ধুদের সহযোগে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা' নাম দিয়ে আসলে মদ্যপান ও বারবণিতাসঙ্গ করেন। এটাই দেখানো হয়েছে এখানে। প্রহসনের প্রচলিত সংজ্ঞার্থ অনুসারে এটি একটি After piece রূপে রচিত। সেই হিসাবেই অভিনীত হওয়ার কথাও ছিল। সভার কাজকর্মে অনেক Comic Action-ও মেলে।

রচনার পরিসরের দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, এটি দুই অঙ্কে (এবং চারটি দৃশ্যে) সম্পূর্ণ। প্রহসন বলতে যদি 'অতিহাস্য' এবং 'পরিহাস' বোঝায়, তবে বিশেষ চারিত্রিক, পরিস্থিতিগত এবং সংলাপগত হাস্যরসের নিদর্শন এতে মেলে। বাবাজীর ভূমিকা, সার্জেন্ট-চৌকিদারের প্রসঙ্গ, সিকদার পাড়া স্ট্রীটের কিছু কিছু অংশেও Comic Action আছে। তেমনি আছে, অতিশয়োক্তির অতিরঞ্জনজাত বিচিত্র কর্মকাণ্ড। যেমন, উগ্র পাশ্চাত্যপন্থী হতে গিয়ে বয়স্কা সহোদরাকে চুম্বন।

নব-কালীনাথকে 'ধৃষ্ট' বললে তাদের কার্যকলাপকে এই প্রহসনের মূল দিক বলা চলে। কারো দোষোদ্‌ঘোষণ করা, তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা এবং পরিশেষে শোধন করাই প্রহসনের লক্ষ্য। পরিহাস এবং ভাষাভঙ্গিতেও এটি একটি খাঁটি প্রহসন।

নিতম্বিনী ও পয়োধরী—স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, বিশেষ কোনো নারীর নাম নয়। নির্বিশেষভাবে নারীর দৈহিক বিশেষত্ববাচক। বারবধূ হয়েও দুজনে মিলে তারা যেন এক পূর্ণ নারী। নাটকটি প্রহসন বলেই তারাও সমাজ সমালোচনায় অংশ নেয়। মধুসূদন থাকি-বামা—এই দু'জন বারবিলাসিনীর বিশেষ ব্যক্তিক নাম প্রদান করলেও এই দুজনের করেন নি। কেন? আসলে গৃহজীবনের অবিশুদ্ধতা ও অপবিত্রতার যে অসহ্য ঘটনাগুলি সেকালে ঘটছিল—এরা তারই সচেতন প্রতিবাদ।

পয়োধরীর গানে বারবধূ সুলভ চটুলতা অপেক্ষা অভিমান আহত গৃহবধূর নিয়তিপীড়িত রূপটি ফুটে উঠেছে। প্রমত্ত নব ঘরে গিয়েও হরকামিনীকে বলে 'পয়োধরী যে? আরে এসো।' এই অপমানই শেষ দৃশ্যে হরকামিনীকে আগ্নেয়গিরিতুল্য করে তোলে।

কাহিনীর উপস্থাপন ও বিন্যাসভঙ্গির দিক থেকেও 'একেই কি বলে সভ্যতা?' একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন। চরিত্রগুলি বহির্মুখী (Extrovart)। প্রহসনের পক্ষে মানানসই। পূর্ণাবয়ব, পরিপাটি কোনো কাহিনী এখানে নেই। নব-কালীনাথ এরাও নক্‌শাধর্মী ও 'টাইপ' চরিত্রের নিদর্শন।

চরিত্রের কোনো বিশ্লেষণ ও স্পষ্ট বিবর্তনও নেই। কালীনাথকে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভায় এক ঝলক মাত্র দেখা গেছে। সেখানে সে নিষ্ক্রিয়। শ্রীমতী নিতম্বিনীর 'সফট্' হাতের 'ফেভর' নিয়ে সে বিদায় নেয়।

প্রহসন বলেই সিকদার পাড়া স্ট্রীটে বিচিত্র মানুষের চিত্র-চরিত্র পরপর মিছিলের মতো এসে ক্ষণিকের মধ্যেই উধাও হয়ে যায়। এ যেন নিষিদ্ধ পল্লীর সান্ধ্যচিত্রের ফটোগ্রাফিক প্রতিবেদন। নাট্যকার প্রহসনের প্রাসঙ্গিক দাবি মিটিয়েই তার কথা বলেন।

Scanned with CamScanner

যেহেতু সমকালীন 'অলীক কুনাট্যরঙ্গ' মধুসূদনকে পীড়া দিতো, তাই লঘুরসাত্মক এই নাটককে তিনি নিছকই একটি তথাকথিত হাসির প্রহসন করে ফেলেন নি। পৌরাণিক ও ধ্রুপদী জগতের Elegange-এর মধ্যে স্বচ্ছন্দবিহারী মধুসূদন-মানস প্রাত্যহিক জগতের অতিপরিচিত প্রত্যক্ষতার মধ্যে নেমে এসেও ব্যঞ্জনা-সূক্ষ্মতা ও সাহিত্যিক সুষমা সৃষ্টিতে সক্রিয় হয়েছে।

বাইরে যে কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রকে প্রহসনের বাহ্য প্রয়োজনের দাবি মেটানোর সরল আয়োজন বলে সহসা মনে হয়, অন্তরঙ্গ বিচারে তা ততোটাই জটিল।

অন্তিমদৃশ্যে নবর উক্তি বিশেষ ব্যঞ্জনাবহ। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে গৃহ ও সভাগৃহ পরস্পরের বিকল্প হয়ে উঠেছে। তাই সভাগৃহে পয়োধরীর গানে গৃহের বেদনা, গৃহে আবার প্রমত্ত নবর চোখে গৃহবধূ বারবধূ হয়ে যায়। এহেন সমীকরণ-এর ফলাফল নবর উক্তিতে প্রতিফলিত।

নবর উক্তিগুলি সরল ও একমাত্রিক নয়, তা দ্বিমাত্রিক। পিতার সৎ প্রস্তাবের উত্তরে সে যখন বলে—'আই সেকেণ্ড দ্য রেজোলুসন'—তখন তার দুটি অর্থ। প্রথম অর্থ, সভাগৃহের শেষ রেশ হিসেবে। আর দ্বিতীয় প্রার্থিত অর্থ হ'ল পিতামাতার বিক্ষুব্ধ বিলাপে তার শুভবুদ্ধির উদয়। তার অসংযত আচারের সাময়িক যতিচিহ্ন।

নব এবং তার সম্প্রদায়ের অমিতাচার এবং বর্বরতাকে কর্তা মহাশয় কলকাতা মহানগরীর পাপময় প্রতিক্রিয়া বলেন। হরকামিনী প্রথমে একে নিয়তির বিধান ভেবে হতাশ হোত। নৈরাশ্যে সে গলায় দড়ি দিতে চায়। তার চরিত্রেও অন্য একটা মাত্রা (Diamension) এসে পড়ে, যখন সে ইংরেজী শিক্ষার বিকৃতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নব তখন অপ্রধান, নিষ্ক্রিয়, ঘুমন্ত একটি চরিত্র। শেষ পর্যন্ত চণ্ডিকারূপিণী হরকামিনী যেন মধুসূদনেরই 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের এক অলিখিত নায়িকা। গৃহ-নীড়কে নষ্ট করে দেয় যে অমিতাচারী পুরুষ, তার ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রতিবাদী এক গৃহবধূ এই প্রহসনে উজ্জ্বল ভূমিকা নেয়।

এভাবেই এই নাটকে, প্রহসনের বাহ্য প্রদেশে আবদ্ধ না থেকে মধুসূদন আপনমানসের বৈশিষ্ট্যগুণে গভীরে বিচরণ করেছেন।

Scanned with CamScanner